বিবাহ প্রস্তাব

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

ফোনটা বেজে উঠতেই কোনওমতে জিন্সের পকেট থেকে সেটাকে বের করে দেখল মৌর্য। বাবা! সর্বনাশ! এখনই বাবাকে ফোন করতে হল! কলটা ধরলে এমন কেস খাবে না ও! তা ছাড়া আর-একটা ব্যাপারও হতে পারে। বাবাও কেস খেতে পারে!

মৌর্য ফোনটা কেটে সুইচ অফ করে দিল। ও যে থানায় বসে আছে সেটা জানাতে দিতে চায় না বাবাকে!

"কার ফোন? ধরলেন না কেন?" টেবিলের উলটো দিক থেকে প্রশ্নটা এল।

মৌর্য হাসার চেষ্টা করল। পারল না খুব একটা। থানায় জীবনে এই প্রথম ঢুকেছে। এমনিতেই হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। সামনে এস আই, যিনি এসে এই বসলেন, সেই আয়োনা ম্যাডাম শুনেছে খুব কড়া! অল্পবয়সি মেয়ে হলে কী হবে, এখানে মাসদুয়েক এসেই নাকি লোকাল গুন্ডাদের বেশ কড়কে দিয়েছে! সে নিজে গিয়ে আজ মৌর্যকে তুলে এনেছে! মৌর্য যে এখনও ভয়ের চোটে অজ্ঞান হয়নি, এটাই ওর চোদ্দো পুরুষের ভাগ্য!

আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল বিকেলে।

মৌর্য স্কুলে পড়ায়। ইংরেজি। এম এ পাশ করে বছরচারেক হল ঢুকেছে স্কুলে। বাবা চায় সাতাশ বছর বয়স হল ওর, তাই এবার ওর বিয়ে দেবে। তবে এ ব্যাপারে মৌর্যর কিছু বলার নেই। কারণ বাবাকে কেউ কিছু বলে না। বাবা প্রচণ্ড রাগী। তুইয়ের থেকে তুমি হলে জুতো ছুড়ে মারে! আর কী নিখুঁত টিপ! বাবা খুব গোঁড়া ধরনের মানুষ। মৌর্য প্রেম করার আগেই বাবা চায় ওর বিয়ে দিয়ে দিতে। এখন তাই ওর পাত্রীর খোঁজ চলছে।

বাবা আজ বিকেলে যখন ওকে ডেকে পাঠায়, ও ভেবেছিল কোনও মেয়ের ছবি-টবি দেখাবে হয়তো!

ঘরে ঢোকামাত্র সাঁই করে এক পাটি জুতো উড়ে এসে গালে লেগেছিল ওর! মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল মৌর্যর! ও করলটা কী! বাবা চিৎকার করে যাচ্ছিল সমানে!

কিছু পরে মৌর্য বুঝেছিল, কোনও একটা মেয়ে নিজে নাকি বাবাকে চিঠি লিখেছে যে সে মৌর্যকে বিয়ে করতে চায়। মৌর্যকে সে পছন্দ করে। বাবা রাজি হলে সে নিজের ডিটেল দেবে। ব্যস, বাবা ধরে নিয়েছিল যে মৌর্য প্রেম করছে। মৌর্যর যে কী বেগ পেতে হয়েছিল বাবার ধারণা ভাঙাতে!

boierpathshala.blogspot.com

বাবা সব শুনে শেষে বলেছিল, "এত অসভ্য মেয়ে! যা তুই এখন! আমি এখনই মেয়েটাকে ফোন করে যা বলার বলছি। বেহায়া আবার ফোন নাম্বার দিয়েছে!"

মৌর্য যাওয়ার আগে ভেবেছিল জিজ্ঞেস করবে মেয়েটা কে! কিন্তু জুতোটা আড়চোখে দেখে মত বদলেছিল।

বিকেলের এই কেলোটা না হলে ও লেট হত না। লেট না হলে পরের ঘটনাতেও জড়িয়ে পড়ত না। আর থানাতেও ওকে বাইকে করে তুলে আনত না আয়োনা ম্যাডাম!

এখন গরমের ছুটি। স্কুল নেই। বিকেলে মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যায় মৌর্য! আজ বাবার জন্য দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই হেঁটে না গিয়ে বাইকটা নিয়েছিল। পথে সায়ন্ত আর অভিকে তুলে নিয়েছিল বাড়ি থেকে।

মাঠের আগে একটা ফাঁকা বন্ধ ফ্যাক্টরি মোড় পড়ে, সেখানেই ঘটেছিল কাণ্ডটা। একজন বিহারি ভদ্রমহিলা একটা বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সামনে। মৌর্য বাইকটা স্লো করেছিল। আর ঠিক তখনই মৌর্যদের বাইক পার করে একটা রোগা লিকলিকে বাইক এসে দাঁড়িয়েছিল সেই মহিলার সামনে। একটা ছেলে চোখের নিমেষে বাইক থেকে নেমে মহিলাটির গলার সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে আবার বাইকে করে বেরিয়ে গিয়েছিল!

মৌর্য বাইক দাঁড় করিয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। এটা কী হল! মহিলাটি ততক্ষণে চিৎকার, কান্নাকাটি করে পৃথিবী মাথায় করে তুলেছিলেন। আশপাশ থেকে লোকজনও এগিয়ে এসেছিল।

মিনিটদশেক পরে আর কিছু করার নেই বলে মৌর্যরা চলে এসেছিল ওদের আড্ডায়! আর তার আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা কালো পুলিশের ভ্যানসহ নিজের মোটরবাইক নিয়ে মাঠে গিয়ে হাজির হয়েছিল আয়োনা! মৌর্যরা সাক্ষী। তাই স্টেটমেন্ট দিতে হবে! চলো থানায়।

সায়ন্ত আর অভির স্টেটমেন্ট নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অনেকক্ষণ। মৌর্যরও স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে বহুক্ষণ। তবু কেন যে ওকে আটকে রাখা হয়েছে এখনও!

মৌর্য এবার বলল, "দিদি, আমায় যদি..."

boierpathshala.blogspot.com

“কে দিদি?” আয়োনা মুখ তুলে তাকাল, “আমার বয়স চব্বিশ। তোমার সাতাশ। আমি তোমার দিদি হই?”

“সরি!” দাবড়ানি খেয়ে মৌর্য চুপ করে গেল। খুব রাগী তো! আর আয়োনাকে দেখতে এত সুন্দর যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেটা ইভ-টিজিং হিসেবে যদি ধরে নেয়! সামান্য দূরে দাঁড় করানো একটা ডান্ডা দেখল মৌর্য! আশপাশে তাকাল। জলের গ্লাস পেলে ভাল হত!

“এই যে!” আয়োনা বাড়িয়ে দিল একটা গ্লাস।

রাত হয়ে এসেছে। থানা বেশ ফাঁকা। দূরে গারদের আড়ালে দুটো লুঙ্গি পরা লোক বসে ঝিমোচ্ছে! মৌর্যর ভয় লাগল।

জল খেয়ে মৌর্য জিজ্ঞেস করল, “আমি, মানে... এখানে...”

আয়োনা সামনের ফাইলটা বন্ধ করে বলল, “চোর ধরা পড়েছে! সে আসছে। তাকে শনাক্ত করে চলে যাবে! যার হার সে-ও আসবে।”

“আমি!” মৌর্য ঘাবড়ে গেল। ও সিনেমায় দেখেছে এসব শনাক্ত-টনাক্ত করার পর গুন্ডারা এসে রিভেঞ্জ নেয়! বাড়িতে বাবা, মা, দাদা, নতুন বৌদি আছে। ওদের কী হবে!

“ভয়ের কিছু নেই এখনও! তবে...” আয়োনা চোয়াল শক্ত করে তাকাল, “তোমার বাবাকেও আনা হচ্ছে। দেখা যাক সে এলে...”

বাবা! সেরেছে! এই ভয়টাই পাচ্ছিল মৌর্য! ব্যস, হয়ে গেল! ছিনতাইয়ের পর থেকে মনে-মনে এই ভয়টাই পাচ্ছিল। বাবা এলে সব শেষ!

আয়োনা বলল, “তোমাদের সোনার এত বড় চারটে দোকান। সেখানে জয়েন না করে স্কুলে পড়াও কেন?”

boierpathshala.blogspot.com

মৌর্য বলল, "ব্যবসা ভাল লাগে না। তাই..."

"প্রেম করো?"

"মানে?" মৌর্য ঘাবড়ে গেল।

"বোকা নাকি? প্রেম, বোঝো না? করো?"

"না না," মৌর্য সবেগে মাথা নাড়াল, "ওরে বাবা! একে বাবাতেই রক্ষা নেই! বাবা খুব রাগী! বাবা না-চাইলে..."

"ব্যাঙ্কে টাকা আছে?"

"কী!" মৌর্য ঘাবড়ে গেল, "আছে।"

"তবে শিরদাঁড়া নেই কেন?"

মৌর্য কিছু বলার আগেই কতগুলো পায়ের শব্দ হল। ও দেখল কয়েকজন পুলিশ একটা ছেলেকে ধরে এনে দাঁড় করাল সামনে। গায়ে সবুজ জামা ছেলেটার। খয়েরি প্যান্ট। মুখটা মারের চোটে বিশ্রীভাবে ফুলে নীল হয়ে আছে!

মৌর্য ঢোঁক গিলল। এটাই সেই ছিনতাইবাজ ছেলেটা। জামা-প্যান্ট দেখেই চিনেছে। মুখ দেখে যদিও চেনার উপায় নেই!

আয়োনা ইশারা করায় ছেলেটাকে গারদে ভরে দেওয়া হল। একটি পুলিশ এসে এবার আয়োনার কানের কাছে মুখ নামিয়ে কী যেন একটা বলল। আয়োনা মাথা নেড়ে তাকাল মৌর্যর দিকে। বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

মৌর্য উঠল। ওকে আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

boierpathshala.blogspot.com

সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের একটা ঘরে ঢুকল ওরা। আর ঢুকেই থমকে গেল মৌর্য! ফাঁকা ঘরে বাবা বসে রয়েছে একটা চেয়ারে।

ওকে দেখেই বাবা চিৎকার করে উঠল, "তুই! কী করেছিস তুই! তোর জন্য আমায় থানায় আসতে হয়েছে? তোকে..."

"চোপ!" আয়োনা আচমকা প্রচণ্ড জোরে ধমক দিল এবার! বাবাকে জীবনে প্রথমবার থতমত খেয়ে চুপ করে যেতে দেখল মৌর্য!

আয়োনা তাকাল মৌর্যর দিকে, "তুমি ছেলেটাকে চিনতে পেরেছ?"

মৌর্য তুতলে বলল, "ম-মানে... জামা প্যা-প্যান্টটা চেনা কি-কিন্তু..."

আয়োনা ওকে আর পাত্তা না দিয়ে বাবার দিকে তাকাল, "ছেলেটা স্বীকার করেছে। আজকের ছিনতাইয়ের চেন পাওয়া গিয়েছে। আর জেরায় আপনার নাম বলেছে!"

"আমার!" বাবার মুখ চুপসে গেল একদম, "কীসের ছিনতাই!"

মৌর্য মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে। ওর ভয়টাই সত্যি হল। আসলে ছিনতাইয়ের সময়েই ছেলেটাকে দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিল মৌর্য। ওকে ও চেনে। ছেলেটা বাবার কাছে লুকিয়ে আসে চোরাই মাল বিক্রি করতে! মা বারণ করে খুব। কিন্তু বাবা কবে কার কথা শুনেছে! তাই বাবা যদি জড়িয়ে যায়, সেই ভয়টাই পেয়েছিল! আর সেটাই মিলে গেল!

boierpathshala.blogspot.com

আয়োনা ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল বাবার দিকে, "বলুন এবার। আপনাকেও ভরে দিই জেলে? চোরের থেকে চোরাই মাল কেনেন আপনি! ভরে দিই?"

বাবা কিছু বলতে গেল।

"না-না, কোনও কথা না। ছেলেটার নাম চিনু। সব বলেছে ও। প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না কিছু," আয়োনা বলল, "আচ্ছা, নিজের ছেলেকে বারবার জুতো দিয়ে মারেন কেন? সবার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেন কেন? সবাইকে চমকে রাখতে মজা লাগে, না?"

বাবা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আয়োনা বলল, "আপনার স্ত্রীকে পর্যন্ত জুতো ছুড়ে মারেন! আপনি কী ভেবেছেন আপনার খবর না নিয়েই আমি আপনার ছেলেকে বিয়ে করার জন্য চিঠি লিখেছিলাম! আপনি মানুষ নন জানি। কিন্তু মৌর্য খুব ভাল ছেলে। ওকে মাসদেড়েক তো দেখছি! ওকে পছন্দ হয়েছে আমার তাই, না হলে কে বউ হবে আপনার বাড়ির! আর আমার চিঠি পেয়ে আজ আপনি ফোনে আমায় যা খুশি বললেন! আমি বেহায়া? আমি রাস্তার মেয়ে? আজ দেখাচ্ছি কে কী!"

"বৌমা, বৌমা প্লিজ়... আমি তোমার পায়ে পড়ি..." বাবা আচমকা আয়োনার হাত চেপে ধরল, "আমি রাজি, আমি রাজি। মৌর্যকেই তুমি বিয়ে কোরো... প্লিজ়, আর আমি চোরাই সোনা কিনব না। এবার তো কিনিওনি। প্লিজ়... আমায় ক্ষমা করে দাও... আর হবে না প্লিজ়..."

মৌর্য হাঁ করে তাকিয়ে রইল সামনে। বাবার চোখে জল। হাত জোড় করা। হুঁশ নেই যে পায়ের থেকে জুতো খুলে গিয়েছে। ও তাকাল আয়োনার দিকে। দেখল আয়োনা ঠোঁট টিপে হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। এত্ত সুন্দর মেয়েটা ওকে মাসদেড়েক ফলো করেছে! ওকে বিয়ে করতে চায়! সত্যি!

ওর চিনুর মুখটা মনে পড়ল। বেচারাকে পরে মিষ্টি খাইয়ে দিতে হবে।

boierpathshala.blogspot.com

ছবি : বৈশালী সরকার

boierpathshala.blogspot.com